সংবাদ

তারিখ ১১ DEC 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

ভর্তি যুদ্ধে নেমেছে ক্ষুদেদের অভিভাবকরা

প্রতিনিধি, রাজশাহী

কাকডাকা ভোরে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঘুম থেকে তুলে পড়তে বসাচ্ছেন অভিভাবকরা। সকালের আলো ফুটলে ছুটছেন কোচিংয়ে। কোচিং শেষেই তারা কম্পিউটারের দোকানে। পছন্দের স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করতে আবেদন করছেন অনলাইনে। রাজশাহীতে অভিভাবকদের রাত-দিন এক হয়ে যাচ্ছে সন্তানকে পছন্দের স্কুলে ভর্তি করানোর এ প্রাণান্তকর চেষ্টায়। কারণ নগরীর ৬ সরকারি স্কুলে শুরু হয়েছে ভর্তি মৌসুম। এ ক্ষেত্রে দূরত্ব বিবেচনা না করে তারা শহরের যে কোন প্রান্তে ছুটছেন সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তির আশায়। প্রতি বছর রাজশাহীর শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করতে রীতিমতো যুদ্ধে নামেন অভিভাবকরা আর এ যুদ্ধ শুরু হয় অনলাইনে ভর্তির আবেদন করা থেকে। অভিভাবকদের হুমড়ি খাওয়া ভিড় পেরিয়ে কম্পিউটারের দোকানে নিজের সন্তানের আবেদন করতে পেরেই অর্ধেক যুদ্ধ জয়ের আনন্দ চোখে-মুখে স্পষ্ট হয় তাদের। এবারও শুরু হয়েছে সেই যুদ্ধ। গত ১ ডিসেম্বর থেকে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। চলবে ১২ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। নগরীর লোকনাথ স্কুল মার্কেটের কম্পিউটারের দোকানগুলোতে এখন অভিভাবকদের উপচেপড়া ভিড়।

সরজমিনে দেখা গেছে, অনলাইনে ভর্তির আবেদন পূরণে অভিভাবকরা বিভিন্ন সাইবার ক্যাফে ও কম্পিউটারের দোকানে ভিড় করছেন। বেশিরভাগ অভিভাবক কীভাবে ফরম পূরণ করতে হবে, তা ঠিকমতো জানেন না। কম্পিউটারের দোকানগুলো ফরম পূরণে সহায়তা করছে। এ জন্য তারা ১০০ টাকা করে চার্জ নিচ্ছেন। আর আবেদন ফি লাগছে ১৫০ টাকা। সর্বমোট ২৫০ টাকাতেই আবেদন করা যাচ্ছে অনলাইনে।

লোকনাথ স্কুল মার্কেটের যুথি কম্পিউটারের স্বত্বাধিকারী ইয়ামিন হোসেন ফরহাদ জানান, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আবেদনের ক্ষেত্রে সার্ভারে সমস্যা হলেও স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। খুবই স্বাভাবিকভাবে মাত্র পাঁচ মিনিটে একটি আবেদন করা যাচ্ছে। আবেদন শুরু হওয়ার পর থেকেই তার দোকানে অভিভাবকদের উপচেপড়া ভিড়। ফরম পূরণের জন্য তার দোকানে আসা অভিভাবক নগরীর সাগরপাড়া এলাকার ওয়াহিদা রহমান ও কেশবপুর এলাকার লায়লাতুন নাইমও জানালেন, অনলাইনে আবেদনে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে কম্পিউটারের চার্জটা একটু বেশি।